বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# চুক্তিপত্র

অত্র চুক্তিপত্র নিম্নোক্ত পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে অদ্য ২০১৮ সনের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ সম্পাদিত হয়েছে।

**গ্রীণ ভিলেজ হজ্ব কাফেলা**, গ্রীণ ভিলেজ ট্রাভেল এজেন্সী, সাং- কক্ষ নং- ১০৩-১০৪, হোটেল- সানমুন, হলিডে মোড়, মোটেল রোড, কক্সবাজার, ট্রাভেল এজেন্সি সনদ নং- ০০০৪৯৪৪, হজ্ব লাইসেন্স নং ________ এর নিয়ন্ত্রানাধীন প্রতিষ্ঠান এর পক্ষে ইহার প্রোপাইটর জনাব, নসরুল হক চৌধুরী, পিতা- মৃত শের আলী চৌধুরী, সাং- ফায়ার সার্ভিস রোড, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার, জাতীয় পরিচয় পত্র নং- _________, যেখানে ক্ষেত্র বিশেষে তার নিজ উত্তরাধিকারী, নির্বাহক, প্রশাসককে কিংবা তার মনোনীতদের প্রথম পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

-------------- **প্রথম পক্ষ**

**বিমান বাহিনী কল্যাণ ট্রাষ্ট**, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, সাং- বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনা নিবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিমান বাহিনী কল্যান ট্রাষ্ট যা অত্র চুক্তিপত্রের দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে অভিহিত হবে।

----------- **দ্বিতীয় পক্ষ**

বিগত ১৭.১০.২০১৮ ইং ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষকে পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ্ পালনের জন্য ২য় পক্ষের সম্মানিত কর্মকর্তাদের প্রদানকৃত সুবিধাদি বর্ণনাপূর্বক একটি লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ২য় পক্ষ সকল প্রাপ্ত সুবিধা ও খরচ বিবেচনাপূর্বক ১ম পক্ষকে তাদের মনোনিত এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় অত্র চুক্তিপত্র নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনা নিবাসে সম্পাদনের প্রয়াস হয়।

## শর্তাবলী

১। অত্র চুক্তিপত্র অদ্য তারিখ হতে ৩ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে, যেখানে অন্তত ৩ (তিন)টি পবিত্র হজ্বের কার্যক্রম অত্র চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। উক্ত চুক্তিপত্রের মেয়াদান্তে ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে অত্র চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

২। ২য় পক্ষের হজ্ব ও ওমরাহ্ পালনে ইচ্ছুক সকল সম্মানিত কর্মকর্তাগণ ১ম পক্ষের নিয়ন্ত্রাধীন প্রতিষ্টানের মাধ্যমে পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করতে সর্বোচ্চ আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং ২য় পক্ষ নিজ উদ্দ্যেগে ১ম পক্ষের বিভিন্ন সার্ভিস সম্পর্কে তাদের কর্মকর্তাদের নিকট প্রকাশ করবেন।

৩। ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষকে নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধঃ

হজ্জ সুবিধা সমূহ ঃ

- হজ্জের পুরো সময় একই হোটেলে অবস্থান, একাধিক হোটেলে স্থানান্তর করা হবে না।
- সকালের নাস্তাসহ তিনবেলা বাংলাদেশী রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
- পবিত্র ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন ও জিয়ারত।
- জরুরী মাসআলা-মাসায়েলের জন্য গ্রুপের সাথে একজন অভিজ্ঞ আলেম সম্পৃক্ত থাকবে।
- মিনা ও আরাফায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুর ব্যবস্থা।
- হজ্জ প্রশিক্ষণ ও ভিআইপি সার্ভিসের ব্যবস্থা।

<u>ওমরাহ সুবিধা সমূহ</u>

- পবিত্র ও ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন ও জিয়ারত
- জেদ্দা-মক্কা-মদিনা-জেদ্দা ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনাতে বাংলাদেশী খাবার
- ভিআইপি সার্ভিসের ব্যবস্থা

প্যাকেজের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে

**ভিসা, এয়ার টিকেট, ওমরাহ করানো, রাউন্ড ট্রান্সপোর্ট, জিয়ারাহ, গাইড ইত্যাদি।**

**আমাদের সমস্ত হোটেল সমূহ হেরাম শরিফ থেকে পায়ে হেটে (৫-১০) মিনিটের মধ্যে হবে।॥**

৪। ১ম পক্ষ কর্তৃক প্রদান কৃত সুবিধার প্যাকেজ মূল্য অত্র চুক্তিপত্রের সহিত সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত তথ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।

৫। ১ম পক্ষ তার প্যাকেজ মূল্যের প্রাপ্য লভ্যাংশ হতে উল্লেখিত একটি নির্দিষ্ট টাকা বিমান বাহিনী কল্যান তহবিলে প্রদান করবেন।

৬। ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষকে প্রদানকৃত সুবিধাদি ভোগ করার প্রাক কালে সকল তথ্য যেমনঃ হোটেল, পরিবহন সুবিধা, ইত্যাদি পূর্ব হতে প্রদান করা হবে।

৭। ২য় পক্ষ প্যাকেজ মূল্য সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণের তারিখের আগে ২য় পক্ষকে প্রদান করবেন। ১ম পক্ষের প্রদানকৃত সুবিধাব্যাতিত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ১ম পক্ষকে পূর্ব হতে অভিহিত করতে হবে। পরিবহনের জন্য সৌদি এজেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বাস প্রদান করা হবে। ব্যাক্তিগতভাবে পরিবহন সুবিধা প্রাপ্তিতে খরচ ব্যাক্তিগত ভাবে বহনযোগ্য।

৮। পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য সরকারী সকল নিয়ম কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এক্ষেত্রে সরকারী ভাবে প্রাক নিবন্ধন ১ম পক্ষের মাধ্যমে করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে ফি প্রদান করতে হবে।

৯। পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য আবাসস্থল নির্ধারিত হবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও ভাড়াকৃত হোটেল সমূহ এবং উক্ত হোটেল সমূহ হতে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে সর্বোচ্চ কাছে ও অন্যান্য সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১০। পবিত্র ওমরাহ্ ও হজ্বব্রত অবস্থায় ২য় পক্ষের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ কোনরূপ সমস্যার সম্মুখীন হলে সৌদি আরবে নির্ধারিত অফিস কিংবা ১ম পক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিকে অবহিত করবে এবং ১ম পক্ষ তার সাধ্য সাপেক্ষে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে।

১১। উক্ত কার্য সম্পাদনে ১ম পক্ষের সহিত ২য় পক্ষের কোন রূপ সমস্যা হলে তা দুই পক্ষের প্রতিনিধি ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য হবে এবং উক্ত মধ্যস্থতা সম্পন্নে সালিশ আইন, ২০০১ সমপরিমানে প্রযোজ্য হবে যতটুকু উক্ত সমাধানে পর্যাপ্ত হবে।

উপরোক্ত শর্তাধীনে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ্য শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমরা উভয় পক্ষ নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করে দিলাম ।

স্বাক্ষীদের নামঃ

১।

১ম পক্ষের স্বাক্ষর

২।

২য় পক্ষের স্বাক্ষর

তফসিল

ওমরাহ্ পালনের জন্য ১ম পক্ষের প্যাকেজ সমূহ নিম্নরূপঃ

| দিন | মক্কা | মদীনা | প্যাকেজমূল্য | কল্যাণ তহবিল |
|---|---|---|---|---|
| ৭ দিন | ০৪ দিন | ৩ দিন | | ৫০০/- |
| ১৪ দিন | ৭/৮ দিন | ৬/৭ দিন | | ৭০০/- |

শর্ত সাপেক্ষে

শর্তসমূহঃ

১। প্যাকেজমূল্য এয়ার টিকেট উপর পরিবর্তনশীল।

২। বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্স, ভ্যাটের ও অন্যান্য ফির উপর পরিবর্তনশীল।

৩। এয়ার টিকেট পরিবর্তনে নির্দিষ্ট ফি প্রদানযোগ্য।

৪। জিয়ারত ও পবিত্র স্থান পরিদর্শন সৌদি সরকার আরোপিত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে।

৫। প্যাকেজের মূল্য পরিবর্তনশীল (আলোচনা সাপেক্ষে)।

৬। হজ্ব এর প্যাকেজ মূল্য সরকার নির্ধারিত মূল্য।

১ম পক্ষের স্বাক্ষর

২য় পক্ষের স্বাক্ষর